আমিই আমার মৃত্যু

শবরৈঃ বর্বরৈশ্চৈব পুলিন্দৈশ্চসুপজিতা
--মহাভারত
আমার আরাধ্য দেবী আমি ছাড়া কে বা আর, হে নটরাজন্---
মদ - মাংসপ্রিয় নারী, অনন্ত কুমারী আমি, কখন কোথায়
পর্ণ- শবরীর মতো পূজিত - বন্দিতা ওই আদিম জঙ্গলে
চতুর্ভুজা - কৃষ্ণবর্ণ দেবী?---আজ এতো দিন পরে
কে আর রেখেছে খোঁজ, রমণীসুলভ নয়, পুষ - কাঠিন্যে ভরা মুখ
এ আবার কোন্ দেবী?চতুর্ভুজা হন কি শারদা ?

তুমি ভাবছো, এ উত্তর মহাকালই দেবে, ওহে অরণ্য - পুষ,
মহাকাল বলে কিছু নেই, সবই কালের বৈভবে
ধুলো - বালি - মাটি কিংবা লতা - পাতা - ফল - গাছ,
অথবা নদীর জল, মেঘ - রোদ - পাখি - শস্য - গান,
প্রাণের অমূর্ত ছন্দ, চিরজাগক প্রেম, নারী - পুষের
মিথুন ভার্ক্ষ .... আমি জংলী নারী, দশভুজা নই---

আমার তো দুটি হাত, আমি নারী, অরণ্যের আদিম প্রকৃতি
আমাতে নিহিত, আমি ত্রিশূলধারিনী নই, দুর্গাদেবী নই,
কৃষ্ণবর্ণা আমি। তবু নৃমুণ্ডমালিনী নই, কালিকাও নই, ওহে প্রলয় - নর্তক---
সহস্র আলোকবর্ষ পেরিয়ে যে রমনীর চোখের আগুন
এখনো ধরেছি বুকে, হে শ্রাবক, হে আমার শ্রবণবাহক দুই কান,
মন দিয়ে শোনো ঃ আমি আমারই আরাধ্য দেবী, আমি
শিবের ঘরণী নই, কার্তিক - গণেশ বলে কেউ
আমার ছিল না। আজও নেই ! বলে রাখি---
আমিই আদিম নারী, মন্দিরের পুরাক্ষেত্রে - মশানে বা বনে
আমার প্রতিমা - মূর্তি - স্মৃতিস্তম্ভ বলে কিছু নেই---

আমি তো কুমারী নারী, অধবা - অনন্যা, আহা, পর্ণ - শবরীর ওই অসিতবরণা মুখখানি
নিজেই নিজের দেখি, যৌবনবন্দিনী, এই মৃদ্বতী মহাভারতের
আমিই আমার পূজ্য, দুর্বিজয়, বহমান কালের ধারায়....

অমিয় কুমার সেনগুপ্ত

सृष्टिसन्धान
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com